

বন্যাতর্দের প্রতি সাহায্যের

প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও আবেদন

উস্তাদ উমামা মাহমুদ হাফিয়াতুল্লাহ

পাকিস্তানে আর্পতিত চলমান বন্যা প্রসঙ্গে



اداره الصحاب، برصغير

As-Sahab Media (The Subcontinent)

বন্যার্তদের প্রতি সাহায্যের

প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও আবেদন

উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিয়াহুল্লাহ



بسم الله الرحمن الرحيم

উপমহাদেশ এবং সারা পৃথিবীতে বসবাসরত আমার মুসলিম ভাইয়েরা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

পাকিস্তানে বন্যার কারণে আমাদের লক্ষ-কোটি ভাই-বোন আজ গৃহহীন। তাদের লাখ লাখ গবাদি পশু মারা গেছে। দুই-তৃতীয়াংশ কৃষি জমি ধ্বংস হয়ে গেছে। অনুরূপ ভাবে লাখ লাখ নারী, পুরুষ ও শিশু মহামারীর শিকার হয়েছে এবং আরও বড় সংখ্যক মানুষ দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হয়েছে।

এটিই আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়। আমরা আজ এই সম্পর্কেই কথা বলব, ইনশাআল্লাহ। তবে এখানে এটাও বলে রাখা জরুরি মনে করছি যে, কিছু অনিবার্য সমস্যা এবং সফরের কারণে আমি আমার এই কথাগুলো আমার ভাইদের কাছে সময়মতো পৌঁছে দিতে পারিনি। আজ যখন সুযোগ এসেছে, তখন আপনাদের সামনে তা পেশ করলাম।

আপনাদের কাছে নিবেদন এই যে, বন্যা ও তার পরবর্তী পরিস্থিতি - শুধুমাত্র পাকিস্তানের মুসলিমদের জন্যই নয়, বরং গোটা বিশ্বের মুমিনদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। একদিকে বন্যা কবলিতদের নিকট এই পরীক্ষার দাবি হল; তারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবে না। এই দুর্ভোগেও ধৈর্য হারাবে না। অন্তরে এই বিশ্বাস রাখবে যে, যদি তারা এই দুর্দশার মধ্যেও তাদের রব আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তায়ালাকে সন্তুষ্ট রাখে, তার কাছ থেকে কল্যাণের আশা করে, তবে তারা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, আমাদের প্রতিপালক এই দুনিয়াতেই এর সর্বোত্তম প্রতিদান দান করবেন। পরকালেও তারা প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবেন না, ইনশাআল্লাহ।

অন্যদিকে, পাকিস্তানের অন্যান্য মুমিন, বরং সমগ্র উম্মাহর দায়িত্ব - তাদের ভাইদের সাহায্য করা। এই বিপদের সময়ে তাদের একা ছেড়ে না দেওয়া।

নিশ্চয়ই মুসলিম মুসলিমের ভাই এবং বিপদে তার ভাইকে সাহায্য করা আল্লাহর সন্তুষ্ট লাভের একটি নিশ্চিত মাধ্যম। যে ব্যক্তি তার ভাইকে বিপদের সময়ে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে কখনও একা ছেড়ে দিবেন না। আর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার মুখাপেক্ষী ভাইয়ের ডাকে সাড়া না দিবে, আল্লাহ এমন

ব্যক্তিকে তার উদাসীনতার কারণে তাড়াতাড়ি বা বিলম্ব হলেও পাকড়াও করবেন।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত –

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করবে না এবং তাকে অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দিবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন এক বিপদ দূর ক’রে দিবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বহু বিপদের একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন”।
(বুখারী ২৪৪২, মুসলিম ৬৭৪৩)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " السَّاعِي عَلَى الْأَزْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلِ الصَّائِمِ النَّهَارَ".

“আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত –

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বিধবা ও মিসকিন এর জন্য (খাদ্য যোগাতে) সচেষ্টিত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের ন্যায় অথবা রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিনভর সিয়াম পালনকারীর মত।” (বুখারী ৪৯৬২)

আমরা পাকিস্তানের সকল মুজাহিদিন এবং জিহাদি আন্দোলনকে
ভালবাসে এমন সমস্ত ইমানদার লোকদের অনুরোধ করছি -

আপনারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্তদের সেবা করার জন্য এগিয়ে আসুন। আপনারা
নিজেরা এখানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখুন এবং অন্যদেরও এই কাজে উৎসাহিত
করুন।

আমাদের জিহাদি আন্দোলনের উদ্দেশ্যই হল - আমাদের ভাইদের দ্বীনি ও দুনিয়াবি
বিষয়গুলো নিরাপদ রাখা। তারা যেন সম্মান, শান্তি ও নিশ্চিন্তে তাদের রবের ইবাদত
করতে পারে, সে চেষ্টা অব্যাহত রাখা। এ লক্ষ্যেই আমরা মুজাহিদরা অত্যাচারী
তাগুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে নেমেছি।

আমরা জিহাদকে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি বড় মাধ্যম মনে করি। একইভাবে
আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের সেবা করা, তাদের দুঃখ-কষ্টে পাশে থাকা, তাদের
প্রয়োজনে সাহায্য করা এবং তাদের কষ্ট দূর করা – এগুলোও আমাদের মুজাহিদদের
দায়িত্ব। একাজগুলো আমাদের জিহাদি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া
উচিত।

এ উপলক্ষে উত্তম হবে আমার ও অন্যান্য ভাইদের জন্য মুযাকারা স্বরূপ আরেকটি
বরকতময় হাদিস উল্লেখ করা, যা ত্বাবারানী কর্তৃক বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَحَبُّ
النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورُ تَدْخُلُهُ عَلَى
مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا. وَلَأَنْ أُمِشِيَ مَعَ
أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ - شَهْرًا
وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَهُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمِضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ
اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يُثَبِّتَهَا لَهُ أَثَبَّتَ اللَّهُ
قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ وَإِنَّ سَوَاءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلَّ الْعَسَلَ

“আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত –

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম লোক হল সেই ব্যক্তি যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম আমল হল, একজন মুসলিমের হৃদয়কে খুশীতে পরিপূর্ণ করা অথবা তার কোন কষ্ট দূর করে দেওয়া অথবা তার পক্ষ থেকে তার ঋণ আদায় করে দেওয়া অথবা (কাপড় দান করে তার ইজ্জত ঢেকে দেওয়া অথবা) তার নিকট থেকে তার ক্ষুধা দূর করে দেওয়া। মসজিদে একমাস ধরে ই'তিকাফ করার চাইতে আমার মুসলিম ভাইয়ের কোন প্রয়োজন মিটাতে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি নিজ ক্রোধ সংবরণ করে নেবে, আল্লাহ তার দোষ গোপন করে নেবেন। যে ব্যক্তি নিজ রাগ সামলে নেবে; অথচ সে ইচ্ছা করলে তা প্রয়োগ করতে পারত, সে ব্যক্তির হৃদয়কে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সম্ভট্ট করবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যাবে এবং তা পূরণ করে দেবে, আল্লাহ সেদিন তার পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখবেন, যেদিন পদযুগল পিছল কাটবে। আর মন্দ চরিত্র আমলকে নষ্ট করে, যেমন সর্কী মধুকে নষ্ট করে ফেলে”। (তাবারানী ১৩৪৬৮)

দুঃখের বিষয় হল; এই সংকটময় সময়েও জাতির উপর চেপে বসা রাজনৈতিক নেতা ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের আল্লাহর দিকে ফিরে আসার তাওফিক হয়নি। তারা তাদের আচরণের জন্য অনুতপ্ত না হয়ে, উল্টো তাদের অবাধ্যতায় আরও অগ্রসর হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতেও তারা দেশের বাইরে গিয়ে উম্মাহর শত্রুদেরকে ‘ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে’ পাশে থাকার পূর্ণ আশ্বাস দিচ্ছে। তথাকথিত ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের’ অজুহাতে আবারও ডলার ভিক্ষা চাচ্ছে। এই আচরণটি আবারও প্রমাণ করেছে যে - এই শ্রেণীর মাঝে ‘আল্লাহর ভয়’ একেবারেই নেই। এরা কোন ভাবেই জাতির জন্য কল্যাণকর নয়।

এ থেকে আরও স্পষ্ট হয় যে, এই শ্রেণীর লক্ষ্য কেবল নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা। নিজের পেট, নিজের উন্নয়ন, নিজের টাকা ও ক্ষমতা - এগুলোই এদের মূললক্ষ্য। তাদের প্রথম ও শেষ উদ্দেশ্য - শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে নামমাত্র সেবা দান করা।

এমতাবস্থায় এখানকার দীনদার শ্রেণির দায়িত্ব বেড়ে যায়। সাহায্যের এই ময়দানে দাঁড়ানো এবং তাদের জিনিস পত্রের দ্বারা ভাইদের সেবা করা - অনিবার্য হয়ে পড়ে।

আলহামদুলিল্লাহ, দ্বীনদার মহলের একটি উপযুক্ত সংখ্যা এদিকে মনোযোগী রয়েছেন। তারা কোন ধরনের প্রাপ্তির আশা ছাড়াই মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন। আমরা এই ভাইদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের জন্য দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাদের এই ভাল কাজের জন্য উত্তম প্রতিদান দেন এবং তাদের এই প্রচেষ্টায় বরকত দান করেন।

অতীত ঘটনাবলী সাক্ষী যে, এ ধরনের কাজে পূর্বে অনেক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। একারণে পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী থাকা সত্ত্বেও, অধিকারভোগীরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এমতাবস্থায় দ্বীনি সচেতন ভাইদের প্রতি চাওয়া আরও বেড়ে যায়। তারা নিজেরাই ইখলাস, আন্তরিকতা ও খোদাভীতির উদ্দীপনা নিয়ে দায়িত্ব ও সততার সাথে এই সেবার আয়োজন করবেন – এটাই আমাদের চাওয়া।

এটাও জরুরী যে, এই ভাইয়েরা ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষত সারানোর পাশাপাশি তাদের দ্বীনেরও রক্ষক হবেন। সেবা করার এই সুযোগটিকে তাদেরকে তাদের রবের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহার করবেন। এটা দুঃখজনক যে, অতীতে কিছু শক্তিদ্বার সংস্থা ও দল - সাহায্যের নামে ক্ষতিগ্রস্তদের ধর্ম ছিনতাই করার চেষ্টা করেছিল। তাদের কর্মকাণ্ডে দেখা গেছে যে, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল - মুসলিমদেরকে তাদের ধর্মের ব্যাপারে অসম্মত করে তোলা।

এখানে আমরা এটাও বলে রাখি যে, সাহায্যের সাথে সাথে অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল - ভবিষ্যতে এই ধরনের পরীক্ষায় পথ রোধ করা। আফসোস, ২০১০ সালের বন্যার পরে যদি এই বিষয়টি সরকারী পর্যায়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হত - তাহলে আজকে ক্ষতি তুলনামূলক কম হতো। এখন আবার এই সুযোগ এসেছে যে - জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ পরিকল্পনা করবেন এবং জাতিকে রক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে জাতীয় সম্পদের একটি অংশ ব্যয় করার জন্য কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করবেন।

পাকিস্তানের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত এবং গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় হল - বিশ্বব্যাপী বর্তমান এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি, আমাদেরকে আজকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভয়াবহতা এবং চূড়ান্ত কদর্যতা প্রকাশিত করে দিচ্ছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শুধুমাত্র মানুষের নৈতিকতা, পরিবার, আধ্যাত্মিকতা এবং সামাজিক জীবনকেই ধ্বংস করে না, বরং এই দাজ্জালি ব্যবস্থার কারণে সমস্ত মানুষের জীবনই আজ হুমকির মুখে।

খোদ পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, এই বন্যা ও ঝড়ের প্রধান কারণ হল পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি। তো এই তাপমাত্রা কেন বাড়ছে?

তাপমাত্রা বাড়ার মূল কারণ – বিশ্বের ঐ সকল কারখানা, যেখানে এই পুঁজিপতিরা তাদের পুঁজি বাড়ানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিকারক উপাদান ব্যবহার করে। এই ক্ষতিকারক উপাদানগুলোই জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ। এসকল উপাদানের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুঁজিপতিদের সম্পদের লালসার খেসারত আজ সমগ্র মানবজাতিকে দিতে হচ্ছে।

শুধু মানবজাতি নয়, পৃথিবীতে বসবাসরত সমস্ত পশু-পাখি, নদী ও সমুদ্রের প্রাণীরাও এর থেকে নিরাপদ নয়। শান্তি, সমতা ও মানবতার দাবীদার মিথ্যাবাদীদের এটাই আসল চেহারা। এটাই তাদের অত্যাচার ও কুফরের তিক্ত ফল, যা আজ পৃথিবীর সকল প্রাণীকে ভোগ করতে হচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আশ্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।” (সূরা আর রুম ৩০:৪১)

এই আয়াতটি একদিকে সমগ্র বিশ্বকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার এবং নিজের ও সমগ্র মানবতার প্রতি জুলুম বন্ধ করার দাওয়াত দেয়। কারণ মানুষের কর্মের প্রভাব, বিশেষ করে জুলুম ও পাপের প্রভাব – সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করে।

অন্য দিকে এই আয়াতটি অত্যাচারী, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং এর বৈশ্বিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাওয়াহ ও জিহাদের গুরুত্বকেও স্পষ্ট করে। এটি স্পষ্ট করে যে – মুসলিমদের জিহাদ এবং যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য এই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ চলছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে – এটা শুধু ইসলামি বিশ্বের মজলুমদেরকে রক্ষা করার জন্যই নয়, বরং সমগ্র মানবতার বেঁচে থাকা ও রক্ষার

জন্য চলমান। এই জিহাদ ও ইসলামই মানুষকে, মানুষের গোলামী থেকে বের করে আল্লাহর রহমতের দিকে নিয়ে আসে।

পরিশেষে, আমরা দোয়া করি - আল্লাহ আমাদের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভাই-বোনদের জন্য পরিস্থিতি সহজ করুন। তাদের এই ক্ষতির উত্তম ক্ষতিপূরণ দান করুন। তাদের শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদের প্রতি দয়া করুন। যারা অসুস্থ তাদের সুস্থতা দান করুন। যারা মৃত্যু বরণ করেছে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিন, আমীন।

সমস্ত মুসলিমদের এবং বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে অনুরোধ করছি -

আপনাদের দোয়ায় সারা বিশ্বের নির্যাতিতদের কথা স্মরণ করুন। ভারত ও কাশ্মীরের মুসলিমদের জন্যও দোয়া করুন - আল্লাহ যেন তাদেরকে মুশরিকদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন এবং তাদের ধর্ম এবং জীবনকে হেফাজত করেন।

দোয়া করুন - বাংলাদেশে আমাদের ভাইদেরকেও যেন আল্লাহ সাহায্য করেন। তারা যে ধর্মনিরপেক্ষ এবং হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের মোকাবেলা করছেন - তা একটি সুস্বপ্ন এবং সংবেদনশীল কাজ। আল্লাহ তাদের জন্য এটি সহজ করুন। আল্লাহ যেন তাদেরকে হেদায়েত দ্বারা ধন্য করেন এবং তাদেরকে (বাংলাদেশে আমাদের ভাইদেরকে) গোটা উপমহাদেশের মুমিনদের চোখের শীতলতার কারণ বানান।

এই দোয়াও করুন যে, উম্মতে মুসলিমাকে রক্ষার জন্য যারাই জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহ যেন তাদেরকে সাহায্য করেন। জুলুমের এই অন্ধকারকে যেন উপমহাদেশ ও সমগ্র বিশ্ব থেকে অবসান ঘটান। আমাদেরকে এখানেই সেই সকাল দেখান, যেদিন আল্লাহর দীন বিজয়ী হবে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য শয়তানদের ধর্ম পরাজিত হবে। আমিন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
